তারিখ 01 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

সংবাদ

সিলেটের মির্জাজাঙ্গাল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

দুর্নীতি প্রমাণিত হলেও বহাল তবিয়তে প্রধান শিক্ষক!

প্রতিনিধি, সিলেট

সিলেট নগরীর মির্জাজাঙ্গাল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ বাহার উদ্দিন আকন্দের সীমাহীন অনিয়ম, দুর্নীতি ও জালিয়াতির ঘটনা প্রমাণিত হলেও তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি কর্তৃপক্ষ। বিদ্যালয়টি সিলেট সিটি করপোরেশন কর্তৃক পরিচালিত এবং কয়েক দফা তদন্তে তার দুর্নীতির সত্যতা মিলে। তৎকালীন মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরানের স্বাক্ষর জাল ও বিদ্যালয়ের প্রায় ১৫ লাখ টাকা আত্মসাতের জন্য একাধিকবার তার জবানবন্দী নেয়া হলেও অভিযুক্ত শিক্ষক এর কোনো জবাব দিতে পারেননি। তার এমন দুর্নীতিতে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে।

জানা যায়, উল্লেখিত বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ছিলেন সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরান। পরবর্তীতে সিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতি নির্বাচিত হন। ২০১৫ সালের প্রথম দিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সভাপতির কাছে প্রধান শিক্ষক মোঃ বাহার উদ্দিন আকন্দের অনিয়ম, দুর্নীতি ও জালিয়াতির অভিযোগ করেন। এ অভিযোগের ভিত্তিতে একই বছরের ৩ নভেম্বর বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভায় উপস্থিত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এনামুল হাবীব, সচিব সাবেরা আক্তার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার পুলিন চন্দ্র রায়, কাউন্সিলর শান্তনু দত্ত সন্তু, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য শিক্ষক-কর্মচারীর সামনে তার স্বাক্ষর জালিয়াতির কথা স্বীকার করেন।

এছাড়া তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি প্রধান শিক্ষকের আর্থিক অনিয়ম, রেজ্যুলেশন জালিয়াতিসহ নানা দুর্নীতির প্রমাণ পায়। এ তদন্ত রিপোর্ট একই বছরের ১৭ আগস্ট জমা দেয়া হলে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। পরবর্তীতে কাউন্সিলর মোকলেসুর রহমান কামরানের সভাপতিত্বে সিটি কর্পোরেশনের মাসিক সাধারণ সভায় পুনঃতদন্তের জন্য আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির প্রধান সিটি কর্পোরেশনের সাবেক সচিব সাবেরা আক্তার প্রধান শিক্ষক বাহার উদ্দিন আখন্দর অর্থ আত্মসাৎ ও রেজ্যুলেশন জালিয়াতির সত্যতা পেয়ে গত ১১ জানুয়ারি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরান সভাপতি থাকাকালীন প্রধান শিক্ষক একই দিনে দুইজনকে সভাপতি দেখিয়ে জাল রেজ্যুলেশন তৈরি করেন। ২০১৪ সালের ১৭ আগস্ট বিদ্যালয়ের সভার অধিবেশন বহি-এর ৬৩ নং পৃষ্ঠায় দেখা গেছে তার বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে রেজ্যুলেশনে সভাপতি দেখানো হয়েছে বদরউদ্দিন আহমদ কামরানকে। একই পৃষ্ঠায় একই রেজ্যুলেশনে অ্যাডভোকেট আবদুল মালেক নামের একজন দাতা সদস্যকেও সভাপতি দেখানো হয়। জানা গেছে, ওই তারিখে বদরউদ্দিন কামরান বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। তার স্বাক্ষর জাল করার বিষয়টি তদন্ত কমিটির কাছে স্বীকারও করেছেন তিনি।

২০১০ সালের মে মাসে বাহার উদ্দিন আখন্দ এ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এরপর থেকেই শুরু হয় আর্থিক দুর্নীতি। এমন একটি এক বছরের দুর্নীতির খতিয়ান এসেছে সংবাদের হাতে। নিয়মানুযায়ী আয়ের সকল টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করার কথা। ২০১৫ সালের এ খতিয়ানে দেখা যায়, ছয় মাসে বিদ্যালয়ের প্রায় ৩ লাখ টাকার বেশি আত্মসাৎ করেন তিনি। এ হিসেবে জানুয়ারি মাসে আয় হয়েছে ৩ লাখ ৯৯ হাজার ৮শ' টাকা। এরমধ্যে ব্যাংকে জমা করেন ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা। বাকি ১ লাখ ৯৮ হাজার ৬৫০ টাকার হিসেব নেই। ফেব্রুয়ারি মাসে ৬০ হাজার টাকা আয় হলেও কোনো টাকা ব্যাংকে জমা করা হয়নি। মার্চ মাসের আয় ১ লাখ ২ হাজার ২৫৩ টাকা আয়ের বিপরীতে ব্যাংকে জমা করা হয় ১ লাখ ৬ হাজার ৪৫০ টাকা। এতে দেখা যায়, আয়ের চেয়ে বেশি টাকা জমা করা হয়। এপ্রিলে ৯৫ হাজার ৬৫০ টাকার বিপরীতে জমা করা হয় ৬৯ হাজার ৮৫৮ টাকা। জমা করা হয়নি ২৫ হাজার ৭৯২ টাকা। মে মাসে ৬২ হাজার ৩৫০ টাকার বিপরীতে জমা করা হয় ৮৫ হাজার ৯শ' টাকা। আয়ের চেয়ে ২৩ হাজার ৫৫০ টাকা বেশি জমা করা হয়। জুন মাসের আয় ১ লাখ ২ হাজার ২৮০ টাকা আয় হলেও জমা করা হয় ৭৬ হাজার ৪শ' টাকা। জমা করা হয়নি ২৫ হাজার ৮৮০ টাকা। এ হিসেবে তিনি এ বছরে বিদ্যালয়ের আয়ের ৩ লাখ ১৩ হাজার ৭২৭ টাকা আত্মসাৎ করেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষক মোঃ বাহার উদ্দিন আকন্দ বলেন, তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সঠিক নয়। একটি মহল তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তিনি বলেন, বিভাগীয় হিসাবরক্ষণ অডিট কমিটির রিপোর্ট তার কাছে রয়েছে। এছাড়া বিদ্যালয়টি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রিত। বোর্ডের অনুমতি ছাড়া কিছু বলা সম্ভব নয়।